

ঢাকা উন্নত সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন

প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

ঢাকা উন্নত সিটি কর্পোরেশনের ২০ তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	জনাব গ্রোং ওসমান গণি মাননীয় প্যানেল মেয়র ঢাকা উন্নত সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	:	১৫ কার্তিক ১৪২৪ ৩০ অক্টোবর, ২০১৭
সময়	:	বিকাল ০৩.০০ টা
স্থান	:	নগর ভবন, সেন্টার পয়েন্ট (লেভেল-৮), প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতির সম্মতিক্রমে পরিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এর মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা’কে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভার সভাপতি, মাননীয় প্যানেল মেয়রবৃন্দ, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও ঢাকা উন্নত সিটি কর্পোরেশনের উপস্থিত কর্মকর্তাগণ’কে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

২.০ আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.	বিগত ২৫/০৯/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৯তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত ২৫/০৯/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৯তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ১৯তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণে উপস্থিত সকলে ঐক্যমত্য পোষণ করেন।	সর্বসম্মতিক্রমে ১৯তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর দৃঢ়করণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
০২.	১৯তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি	১৯তম জরুরী কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।	১। ১৯তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	০ বিভাগীয় প্রধান (সকল) ০ আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
০৩.	ডিএনসিসি’র অকেজো, জরাজীর্ণ ও মেরামত বিবেচনায় অলাভজনক যানযন্ত্রপাতি নিলামে বিক্রয়ের লক্ষ্যে নিলাম নীতিমালা প্রণয়ন।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) ডিএনসিসি’র অকেজো, জরাজীর্ণ ও মেরামত বিবেচনায় অলাভজনক যানযন্ত্রপাতি নিলামে বিক্রয়ের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত নীতিমালা অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন করেন। ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিল জনাব হাবিবুর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলরদের সম্পৃক্ত করে একটি কমিটি গঠন করার অনুরোধ করেন। সভাপতি, ২ (দুই) জন কাউন্সিলরসহ ৫/৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি “নীতিমালা পর্যালোচনা কমিটি” গঠন করার প্রস্তাবসহ নথি উপস্থাপনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)’কে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, গঠিত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদনটি আগামী কর্পোরেশন সভায় অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন করতে হবে।	১। ২ (দুই) জন কাউন্সিলরসহ ৫/৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি “নীতিমালা পর্যালোচনা কমিটি” গঠন করার প্রস্তাবসহ নথি উপস্থাপন করতে হবে। ২। গঠিত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদনটি আগামী কর্পোরেশন সভায় অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন করতে হবে।	০ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
০৪.	বহতল ভবন এর অনাপত্তি প্রদানের নীতিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন।	নগর পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক ঢাকা উন্নত সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে বহতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সংযুক্তি (আবেদনপত্র, অঙ্গীকার নামা ও বর্জ্য সংগ্রহের জামানত)সহ অনাপত্তি প্রদানের নীতিমালা, ২০১৭ অনুমোদনের নিমিত্ত সভায় উপস্থাপন করা হয়। ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিল জনাব হাবিবুর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলরদের সম্পৃক্ত করে একটি কমিটি গঠন করার অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, বহতল ভবন নির্মাণের অনাপত্তি প্রদানে সংশ্লিষ্ট	১। ২ (দুই) জন কাউন্সিলর ও ৩ (তিনি) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি “নীতিমালা পর্যালোচনা কমিটি” গঠনের প্রস্তাবসহ নথি উপস্থাপন করতে হবে।	০ নগর পরিকল্পনাবিদ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্ত
		<p>ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর এর ছাড়পত্র নিতে হবে।</p> <p>ওয়ার্ড-৭ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোবাশের চৌধুরী বলেন, ডিএনসিসি'র কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব নীতিমালা বা প্রশাসনা তৈরী করা, কাউন্সিলরগণ উক্ত প্রশাসনা যাচাই-বাছাই করত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, সংযোজন-বিয়োজন করে কর্পোরেশন সভায় অনুমোদন দিবেন। এটাই প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। তিনি বহুল ভবন নির্মাণের অনাপত্তি প্রদানে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর এর ছাড়পত্র নেয়ার বিষয়ে ৩২ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন।</p> <p>১১ নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব দেওয়ান আবদুল মাজান, বহুল ভবন নির্মাণের অনাপত্তি প্রদানের জন্য ডিএনসিসি'তে "ওয়ান স্টপ সেল" গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। অনাপত্তি প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর'কে উপস্থিত রাখার প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।</p> <p>২২ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ লিয়াকত আলী বলেন, অতীতে কর্পোরেশনের উন্নয়ন কার্যক্রমের নথি কাউন্সিলরবৃদ্ধের অনুমোদন ছাড়া পাশ হয়নি। অথচ এখন উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য কাউন্সিলরবৃদ্ধ পান না। তিনি উন্নয়ন কার্যক্রমে কাউন্সিলরদের অধিকতর সম্পৃক্ত করার অনুরোধ জানান। তিনি বহুল ভবনের অনাপত্তি প্রদানের নীতিমালা প্রণয়নের জন্য ২ (দুই) জন কাউন্সিলর ও ৩ (তিনি) জন কর্মকর্তা সমষ্টিয়ে একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করেন।</p> <p>সভাপত্তি বলেন, বহুল ভবনের অনাপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর এর ছাড়পত্র গ্রহণ করার বিষয়টি নীতিমালায় সংযুক্ত করতে হবে। তিনি ২ (দুই) জন কাউন্সিলর ও ৩ (তিনি) জন কর্মকর্তার সমষ্টিয়ে একটি "নীতিমালা পর্যালোচনা কমিটি" গঠন করার প্রস্তাবসহ নথি উপস্থাপনের জন্য নগর পরিকল্পনাবিদ'কে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, গঠিত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদনটি আগামী কর্পোরেশন সভায় অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন করতে হবে।</p>	<p>২। গঠিত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদনটি আগামী কর্পোরেশন সভায় অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন করতে হবে।</p> <p>৩। বহুল ভবনের অনাপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর এর ছাড়পত্র গ্রহণ করার বিষয়টি নীতিমালায় সংযুক্ত করতে হবে।</p>	
০৫.	গঞ্জবার্ধিকী কর পুনঃমূল্যায়ন ও সমতাকরণ কার্যক্রমের অসামঞ্জস্যতা সংশোধন সংক্রান্ত।	<p>প্রথম রাজস্ব কর্মকর্তা বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, অঞ্চল-১ এবং অঞ্চল-৩ এ সম্প্রতি কর পুনঃমূল্যায়ন ও সমতাকরণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। ফিল্ডকুক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, সেখানে কিছু ভুল ভাস্তি রয়ে গেছে। দীর্ঘ ২৭ বছর পরে জেনারেল এসেসমেন্ট হওয়ার কারণে প্রথমবারের মতো এ ধরণের ভুল-ভুটি উদঘাটিত হচ্ছে। তিনি নিম্নরূপ ভুল হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন-</p> <p>১। মালিক না হওয়া সত্ত্বেও এক ব্যক্তির নামে একাধিক প্লট/ফ্ল্যাট লিপিবদ্ধ করা।</p> <p>২। মালিক নয় এরকম ব্যক্তির নাম হোল্ডিং এ লিপিবদ্ধ করা।</p> <p>৩। মালিকের নামের বানান ভুল লিখা।</p> <p>৪। ব্যবহারের ধরণ ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা।</p> <p>৫। মূল্যায়নের পরিমাণ ভুল।</p> <p>৬। অন্যান্য করণিক ভুল।</p> <p>তিনি বলেন, এ সকল ভুলের কারণে নিম্নরূপ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে-</p> <p>১। প্রকৃত মালিক হওয়া সত্ত্বেও এসেসমেন্ট তালিকায় নিজের নাম না থাকার কারণে করদাতাগণ বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন।</p> <p>২। কর প্রদান করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।</p> <p>৩। ১০,০০০/- টাকা নামজারী ফি জমা দিয়ে নামজারীর মাধ্যমে এসব ভুল সংশোধন করার জন্য প্রলুক করা হচ্ছে যা সম্পূর্ণ বেআইনী।</p> <p>৪। করদাতাগণ এসব সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে হয়রাণির সম্মুখীন হচ্ছেন।</p> <p>তিনি বলেন, নিম্নবর্ণিত কারণে এসকল ভুল হচ্ছে (১) এসেসমেন্ট কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের অসচেতনতা (২) দীর্ঘ ২৭ বছর পরে জেনারেল এসেসমেন্ট হওয়ার কারণে অভিজ্ঞতার অভাব। কোন এসেসরাই কর্মজীবনে কো-বিন জেনারেল এসেসমেন্ট এর কাজ করেননি বা করার শুরু পাননি (৩) হোল্ডিং মালিকগণ যথাসময়ে তথ্য প্রদান করেন না। (৪) কোন কোন এ্যাপার্টমেন্টে কয়েকবার যাবার পরও ফ্ল্যাট মালিকগণ তথ্য দেন না। (৫) কোন কোন মালিক মৌখিকভাবে তথ্য দিলেও মালিকানার স্বপক্ষে কোন প্রসাগপত্র দিতে চান না বা দিতে গঢ়িমসি করেন। (৬) অনিছাকৃত করণিক ভুল।</p> <p>তিনি এ সময় নিম্নরূপে "দি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (ট্যাঙ্কেশন) ভুল" এর বিধি-২৬ : সভাকে অবহিত করেন।</p>	<p>১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিহু অনুষ্ঠিত ১৯/০৯/২০১৭ তারিখের সভার সুপারিশ ও ২৪/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার প্রযোগিক পদ্ধতি অনুমোদন করা হলো এবং সে অন্যায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২। কর পুনঃমূল্যায়ন ও সমতাকরণ কার্যক্রম পরিচালনার সময় সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের পত্র মারফত অবহিত করতে হবে।</p>	<p>০। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা</p>

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	<p>১) সিটি কর্পোরেশন যে কোন সব্য অধিবেশনের মাধ্যমে এসেসমেন্ট তালিকার পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারবে:</p> <p>(ক) তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর কোন সম্পত্তি করের দায়ে দায়বদ্ধ হলে অথবা কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তি তালিকাভুক্ত হওয়ার প্রয়োজন ছিল যা পূর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়নি</p> <p>(খ) কোন ভূমি বা ভবনের তালিকানা পরিবর্তন হলে বা উত্তরাধিকার সুত্রে বা অন্য কোন মাধ্যমে অর্জিত হলে</p> <p>(গ) ভুল মূল্য নির্ধারণ বা কর ধার্যের কারণে মূল্য নির্ধারণ ও কর ধার্য সংশোধন</p> <p>(ঘ) ভবনের সম্প্রসারণ বা পরিবর্তনের কারণে পুনঃমূল্য নির্ধারণ বা পুণ: কর ধার্যকরণ</p> <p>(ঙ) কোন ভূমি বা ভবন সম্পূর্ণ বা আংশিক বিদ্ধিষ্ঠ হলে অথবা মূল্য হাসকরণ</p> <p>(চ) কোন করণিক বা সংখ্যাগত ভুল সংশোধন</p> <p>তিনি বলেন, গত ১৯.০৯.২০১৭ খ্রি: তারিখে প্রধান নির্বাহী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে নিম্নরূপ সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়:</p> <p>➢ জেনারেল এসেসমেন্ট বা নয়াবাদী হোল্ডিং এর কর ধার্যের নথিতে এবং ফিল্ড বুকে উদ্ঘাটিত ভুলসমূহ যেমন, এসেসীর নামের ভুল, ভুল নামে রেকর্ড করা, ভিন্ন ভিন্ন মালিক থাকা সত্ত্বেও ভুলবশত: একক নামে একাধিক ফ্ল্যাট লিপিবদ্ধ করা, ফ্ল্যাট নম্বর ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা, ব্যবহারের ধরণ ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি “দি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (ট্যাঙ্গেশন) বুল” এর বিধি ২৬ (ক) ও ২৬ (চ) প্রয়োগ করে সংশোধন করা যেতে পারে।</p> <p>তিনি আরও বলেন, এ ধরণের ভুল সংশোধনকে কোনভাবেই নামজারী হিসেবে বিবেচনা করা সমীচিন হবে না। ভুল সংশোধনে কোন প্রকার টাকা প্রয়োজন হবে না। ২৬ (খ) বিধিতে নামজারীর যে বিধান আছে তা পূর্ববৎ বহাল থাকবে।</p> <p>তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এ বিষয়ে বিগত ২৪/০৯/২০১৭ খ্রি: তারিখে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নরূপ প্রয়োগ পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়।</p> <p><u>প্রয়োগ পদ্ধতি:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ১. সংক্ষুদ এসেসী বা হোল্ডিং মালিকের আবেদনের ভিত্তিতে এ ত্রুটি সংশোধন কার্যক্রম প্রস্তুত করা যাবে। ২. সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তা/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা বা প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন দাখিল করা যাবে। ৩. আবেদন পত্রের সাথে মালিকানার প্রমাণ বা আবেদনের যৌক্তিকতার প্রমাণ স্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে। ৪. আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কর কর্মকর্তার তাঁর দপ্তরের একজন উপ কর কর্মকর্তার মাধ্যমে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন সংগ্রহ করবেন। ৫. আবেদনপত্র ও তদন্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর ধার্যের নথিতে উপস্থাপন পূর্বক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আকারে কর কর্মকর্তার মাধ্যমে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন নথি সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। ৬. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা নথি যাচাই পূর্বক যথাযথ বিবেচিত হলে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নথি প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার দপ্তরে প্রেরণ করবেন। ৭. অথবা যথোপযুক্ত বিবেচিত না হলে কর কর্মকর্তার মাধ্যমে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিতে পারবেন। পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আকারে নথি প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। ৮. প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা নথি প্রাপ্তির ০৩ (তিনি) কার্য দিবসের মধ্যে নথি চূড়ান্ত সম্পত্তি করবেন। প্রস্তাবিত নথিতে কোন অসংগতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা প্রয়োজন ব্যাপ্তি: পুনঃতদন্তের নির্দেশ দিতে পারবেন। <p>০৬ নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ রফিক হেসেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ট্যাঙ্গ না নেওয়ার বিষয়ে এবং কর পুনঃমূল্যায়ন ও সমতাকরণ কার্যক্রমে কাউন্সিলরদের প্রতিনিধি রাখার অনুরোধ জানান।</p> <p>সভাপতি বলেন, কর পুনঃমূল্যায়ন ও সমতাকরণ কার্যক্রম পরিচালনার সময় সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের পত্র মারফত অবহিত করতে হবে।</p>		

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্ত									
০৬.	কর পর্যালোচনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি ভাতা বৃদ্ধি।	<p>প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সভায় অবহিত করেন যে, ১৭ জুন ২০০৮ তারিখে জারিকৃত স্থানীয় সরকার বিভাগের পোর-১ শাখার স্মারক নং-পৌর-১/এম-০৫/২০০৩/৮২২ নং পরিপত্রে কর পর্যালোচনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা নিয়মূপ হারে ধার্য করা হয়ঃ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>সিটি কর্পোরেশনের নাম</th> <th>কর পর্যালোচনা পরিষদের চেয়ারম্যানদের দৈনিক সম্মানী ভাতা</th> <th>কর পর্যালোচনা পরিষদের সদস্যদের দৈনিক সম্মানী ভাতা</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ঢাকা সিটি কর্পোরেশন</td> <td>৪০০/- (চারশত) টাকা</td> <td>৩০০/- (তিনশত) টাকা</td> </tr> <tr> <td>চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন</td> <td>৩০০/- (তিনশত) টাকা</td> <td>২০০/- (দুইশত) টাকা</td> </tr> </tbody> </table> <p>প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন কর পর্যালোচনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের উপর্যুক্ত দৈনিক সম্মানী ভাতা অত্যন্ত কম ও অপ্রতুল। চেয়ারম্যানদের ৪০০/- (চারশত) টাকা ও সদস্যদের ৩০০/- (তিনশত) টাকা দৈনিক সম্মানী বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী নয়।</p> <p>সম্মানিত কাউন্সিলরগণ, চেয়ারম্যানদের ৪০০/- (চারশত) টাকা ও সদস্যদের ৩০০/- (তিনশত) টাকা দৈনিক সম্মানী ভাতা হার অপ্রতুল বিধায় সময়োপযোগী হারে বৃদ্ধি করার জন্য মৌখিকভাবে বিভিন্ন সময়ে আহ্বান জানান। সম্মানী হার বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কর পর্যালোচনা পরিষদ (ARB) এর সভাপতি ও সদস্যদের সম্মান সম্মানজনক হারে বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের প্রস্তাব পেশ করেন।</p> <p>উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের বিষয়ে এক্ষয়ত্য পোষণ করেন।</p>	সিটি কর্পোরেশনের নাম	কর পর্যালোচনা পরিষদের চেয়ারম্যানদের দৈনিক সম্মানী ভাতা	কর পর্যালোচনা পরিষদের সদস্যদের দৈনিক সম্মানী ভাতা	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	৪০০/- (চারশত) টাকা	৩০০/- (তিনশত) টাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন	৩০০/- (তিনশত) টাকা	২০০/- (দুইশত) টাকা	<p>কর পর্যালোচনা পরিষদ (ARB) এর সভাপতি ও সদস্যদের সম্মান সম্মানজনক হারে বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ০ সচিব ০ প্রধান কর্মকর্তা
সিটি কর্পোরেশনের নাম	কর পর্যালোচনা পরিষদের চেয়ারম্যানদের দৈনিক সম্মানী ভাতা	কর পর্যালোচনা পরিষদের সদস্যদের দৈনিক সম্মানী ভাতা											
ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	৪০০/- (চারশত) টাকা	৩০০/- (তিনশত) টাকা											
চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন	৩০০/- (তিনশত) টাকা	২০০/- (দুইশত) টাকা											
০৭.	দারুস সালাম থানা নির্মাণের জন্য স্থান বরাদ্দ	<p>প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা দারুস সালাম থানা নির্মাণের জন্য স্থান বরাদ্দ এর বিষয়ে নিয়মূপ তথ্য উপস্থাপন করেন।</p> <p><u>একনজরে দারুস-সালাম থানা নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির বর্ণনা</u></p> <p>১। ডিএমপি কর্তৃক গত ০৭/১২/২০০৫ ইং তারিখে দারুস-সালাম থানার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১০নং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টারের দক্ষিণ পার্শ্বের ২.০০ একর জমি প্রতিকী মূল্যে দলিলমূলে পুলিশ বিভাগের অনুকূলে স্থায়ীভাবে বরাদ্দের জন্য মাননীয় মেয়ের বরাবর আবেদন করেন।</p> <p>২। পরবর্তীতে ডিএমপি কর্তৃক গত ১৭/০৫/২০০৬ ইং তারিখে দারুস-সালাম থানার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১০নং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টারের দক্ষিণ পার্শ্বের ২.০০ একরের পরিবর্তে ০.৫০ একর ডোবা জমি পুলিশ বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য মাননীয় মেয়ের বরাবর পুনরায় আবেদন করেন।</p> <p>৩। গত ২৫/০৭/২০০৭ খ্রি: ডিসিসি এর ১১তম বোর্ড সভায় ২.০০০ একর ভূমির পরিবর্তে ০.১৬৫০ একর বা ১০ কাঠা ভূমির বিষয়ে আলোচনা হয় এবং পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>৪। গত ০৪/০৬/২০০৮ খ্রি: ১৪৩৮ সারকে ০.১৬৫০ একর বা ১০ কাঠা ভূমির মূল্য ৫৬,৯১,৭৫০.৭০/- হিসেবে ডিএমপি বরাবর বিক্রি/হস্তান্তরের বিষয়ে বোর্ড সভায় পূর্বে স্থানীয় সরকার বিভাগের দিক নির্দেশনার জন্য পত্র প্রেরণ করা হলে, স্থানীয় সরকার বিভাগ বিধিমতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দিয়ে ২৫/০৬/২০০৮ খ্রি: স্মারক নং-৮৬৮ মাধ্যমে ডিসিসিকে অবহিত করেন।</p> <p>৫। গত ২১/০৫/২০০৯ খ্রি: স্মারক নং-৯৯২ এর মাধ্যমে বরাদ্দের বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ পূর্বক সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে অবহিত করা হয়।</p> <p>৬। নিঃশব্দের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক ডিএমপি হতে গত ২২/০২/২০১৫ খ্রি: স্মারক নং-২২৪ এর মাধ্যমে আবারো ০.৫০ একর জমি বরাদ্দ প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করেন।</p> <p>৭। চাহিত জমিসহ মোট=৬৩.৫৪ একর ভূমি জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গত ১৮/১২/১৯৭৮ খ্রি: তৎকালীন মিরপুর পৌরসভা বরাবর মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান হিসেবে ইস্তাপ্ত করেন। সেহেতু বর্ণিত ভূমির মালিক অত্র কর্পোরেশন। মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানের একটি অংশ ০.৫০ একর ভূমি ডিএমপি এর দারুস-সালাম থানা দখল করে রেখেছে।</p>	<p>১। মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান সংলগ্ন দারুস সালাম থানা নির্মাণের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জায়গা বরাদ্দ প্রদান করার কার্যক্রম স্থগিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ০ প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা 									

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		<p>৮। বর্ণিত জায়গায় ডেসকো কর্তৃক বিদ্যুৎ সাব-ষ্টেশন স্থাপনের জন্য একই জমির ৩৩ শতাংশ জমি চাওয়া হয়। ডিএনসিসির গত ৩১/০৩/২০১৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমষ্টি সভায় প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা উক্ত ভূমিতে একটি হাসপাতাল কমপ্লেক্স মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।</p> <p>উপস্থিতি অধিকাংশ কাউন্সিলর মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান সংলগ্ন দারুস সালাম থানা নির্মাণের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জায়গা বরাদ্দ না দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।</p> <p>সভাপতি, মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান সংলগ্ন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জায়গা দারুস সালাম থানা নির্মাণের জন্য বরাদ্দ কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>		
০৮.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এর সাথে হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর	<p>অতিরিক্ত প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা সভাকে অবস্থিত করেন যে, অবিভক্ত সিটি কর্পোরেশনে প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহ করে মাতৃযাইল ল্যান্ডফিল্ডে অবস্থিত মেডিকেল ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্লাটে নিয়ে Dispose off করত। সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন পর প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলো থেকে থাক্সারিতি মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও পুনশক্রান্তিন অব্যাহত রেখেছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন তার এলাকার মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের সাথে ২০১২ সালে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। যেখানে প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের করণীয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। চুক্তির বলে প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিকট আনুষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা রয়েছে।</p> <p>প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সার্ভিস অব্যাহত রাখলেও ডিএনসিসি এবং প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের মধ্যে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। ডিএনসিসি এলাকায় মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য ডিএনসিসি ও প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি থাকা প্রয়োজন। চুক্তি থাকলে ডিএনসিসি'র নিকট প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের দায়বদ্ধতা থাকবে।</p> <p>সেমতে একটি খসডা চুক্তি গত প্রস্তুত করে মতামতের জন্য ডিএনসিসির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও আইন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মহোদয় কর্তৃক খসডা চুক্তিনামাটি যথাযথ মনে হয়েছে বিধায় জরুরী ভিত্তিতে চুক্তি স্বাক্ষর হওয়া প্রয়োজন মর্মে মতামত দিয়েছে এবং আইন বিভাগ কর্তৃক খসডা চুক্তিনামার উপর Vetting পূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। সেমতে প্যানেল মেয়ার মহোদয় কর্তৃক MoU অনুমোদন ও বোর্ড সভায় অবস্থিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সেমতে ডিএনসিসি ও প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের মধ্যে মেডিকেল বর্জ্য অপসারণ ও ট্রিটমেন্ট প্লাটে নিয়ে চূড়ান্ত ডিসপোজাল বিষয়ে প্রস্তুতকৃত খসডা MoU স্বাক্ষর করার অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে।</p> <p>উপস্থিতি সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এর সাথে হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করার অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষন করেন।</p>	<p>২ (দই) জন সম্মানিত কাউন্সিলর ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমষ্টিয়ে “চুক্তিপত্র পর্যালোচনা কমিটি” গঠন করার প্রস্তাবসহ মথি উপস্থাপন করতে হবে।</p>	<p>০ প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা</p>
০৯.	দক্ষ মাস্টাররোল পরিচ্ছন্নতা কর্মী/ট্রাক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মজুরী বৃদ্ধি	<p>অতিরিক্ত প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা জানান যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অফিস আদেশ নং ৪৬.২০৭. ০০৬.০৩.০০.২৪৩৮.২০১৫-৮৯৭, তারিখ ২০/৬/২০১৬ মারফত দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মাস্টাররোল নিয়মিত দক্ষ শুমিকদের মজুরী ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২৪/৫/২০১৬ তারিখ থেকে কার্যকর। কিন্তু দক্ষ শুমিকদের সাথে ট্রাক পরিচ্ছন্নতা কর্মী উল্লেখ না থাকায় তারা অদক্ষ শুমিকদের মজুরী ৪৭৫/- (চারশত পচাত্তর) টাকা হারে বেতন পেয়ে আসছে।</p> <p>উল্লেখ্য ট্রাক পরিচ্ছন্নতা কর্মীগণ পূর্ব থেকেই দক্ষ মাস্টাররোল পরিচ্ছন্নতা কর্মীর সমহারে বেতন পেতেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৪/৫/২০১৬ তারিখে ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬৬.০৫৯. ১৫.৩৪ নং স্মারকের মর্মানুযায়ী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক দক্ষ মাস্টাররোল পরিচ্ছন্নতা কর্মী/ট্রাক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের বেতন ২৭৫/- টাকা থেকে ৫০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে (অফিস আদেশ নং ৪৬.২০৭.০০০.০৩.০০.২৩০৬. ২০০৫/৫৩৫, তারিখ ২২/৬/২০১৬)।</p>	<p>১। প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক সুপারিশ প্রদানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাগনের সমষ্টিয়ে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।</p> <p>(ক) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা-আহ্বায়ক</p> <p>(খ) প্রধান অভিট কর্মকর্তা-সদস্য</p> <p>(গ) সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-২-সদস্য</p> <p>২। কমিটির সুপারিশের</p>	<p>০ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা</p> <p>০ প্রধান অভিট কর্মকর্তা</p> <p>০ সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-২</p>

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাণ্ডি
		<p>সেমতে ডিএনসিসির দক্ষ শুমিকদের মজুরীর সমহারে ‘ট্রাক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের’ মজুরী হার ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা নির্ধারণ করত ২৪/৫/২০১৬ তারিখ থেকে কার্যকর করা প্রয়োজন।</p> <p>সংরক্ষিত-১ আসনের সম্মানিত কাউন্সিলর শাহনাজ পারভীন, ট্রাক ক্লিনারদের বেতন বৃক্ষি করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।</p> <p>বেতন বৃক্ষির বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান অনুসরণ করা প্রয়োজন এবং সচিব সভাকে অবহিত করেন।</p> <p>প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ট্রাক ক্লিনারদের বেতন বৃক্ষির বিষয়ে বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক সুপারিশ প্রদানের নিয়মিত প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, অডিট কর্মকর্তা ও সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-২ এর সমন্বয়ে ৩ (তিনি) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন।</p> <p>উপস্থিতি সকল সম্মানিত কাউন্সিলর এ বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষণ করেন।</p>	<p>ভিত্তিতে ট্রাক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মজুরী বৃক্ষির প্রশাসনিক অনুমোদন প্রহণ অন্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</p>	
১০.	বিবিধ	<p>সভাপতি, বিবিধ আলোচনায় সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দকে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।</p> <p>এ পর্যায়ে বিবিধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ৩২ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব হাবিবুর রহমান, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী কর্পোরেশন সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন কর্পোরেশন সভায় মাননীয় মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব উপস্থিতি থাকবেন। তিনি আরও বলেন, ডিএনসিসি'র প্রজেক্ট এর মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে কিন্তু কাউন্সিলরদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে না। তিনি বলেন, ডিএনসিসি'র অর্থায়নে এবং প্রজেক্ট এর মাধ্যমে যে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, সে সকল কাজে সম্মানিত কাউন্সিলরদের সম্পৃক্ত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, জনসেবা মনুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার উদ্যোগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা সিটি কর্পোরেশন'কে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু কিছু স্থানের রাস্তা-ঘাটের বেহাল অবস্থার কারণে প্রদেয় সেবার মান ঠিক রাখা যাচ্ছে না। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন ওয়ার্ডে ডিএনসিসি'র অনুমতিপ্রাপ্ত ছাড়া রোড কাটিং করা হয়। রোড কাটিং এর অনুমোদন দেয়া হলেও সে সম্পর্কে সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ'কে জানানো হয় না এবং রোড কাটিং শুরু করার পর ১ মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করার অনুরোধ জানান। এ ছাড়াও তিনি রোড কাটিং এর অনুমোদন দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলর এর ছাড়পত্র নেয়ার এবং উন্নয়ন কাজ প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর'কে সম্পৃক্ত করার অনুরোধ জানান। তিনি মাননীয় প্যানেল মেয়রসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ওয়াকিটকি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা সভায় তুলে ধরে বলেন, মাননীয় প্যানেল মেয়র কোন ওয়ার্ডে ভিজিট করলে ওয়াকিটকির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা অধিকতর সহজ। এছাড়াও তিনি ডিএনসিসি'র নগর ভবনে সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের বসার জায়গার সংকীর্ণতার কথাও উল্লেখ করেন।</p> <p>১২ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন তিতু বলেন, ডিএনসিসি'র জায়গায় ট্রিপিক্যাল হোমস অনুমতি ছাড়া বিস্তৃৎ তৈরী করেছে। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, কিছু অসাধুকৃত এখনো ডিএনসিসি'র খালি জায়গায় রাজউক থেকে খাল অনুমোদন নিয়ে বাঢ়ি তৈরীর চেষ্টা করেছে। অতপৰণ তিনি এ বিষয়ে প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তার নিকট জানতে চান তার ওয়ার্ডে ডিএনসিসি'র সম্পত্তিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ট্রিপিক্যাল হোমস এর বিস্তৃৎ করে নাগাদ উচ্ছেদ করা হবে।</p> <p>প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা বলেন, সংশ্লিষ্ট এলাকায় ২.১৪ একর জমি ডিএনসিসি'রা ট্রিপিক্যাল হোমসসহ সংশ্লিষ্ট জায়গার অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ডিএনসিসি প্রস্তুত রয়েছে।</p> <p>সভাপতি, আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ট্রিপিক্যাল হোমস এর বাকী জায়গায় উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।</p> <p>সংরক্ষিত আসন-১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর শাহনাজ পারভীন বলেন, বর্তমানে জন্য নিবন্ধন করতে হলে পিতা-মাতার ভোটার আইডি, কার্ড থাকা সত্ত্বেও পিতা-মাতার এভিডেফিট দিতে হয় কেন এবং ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া জন্ম নিবন্ধন দেয় হয়না কেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৭ নং ওয়ার্ডস্থ খিলক্ষেত বাসট্যান্ডে একটি ফুটওভার স্রীজের কাজ ঢাকান রয়েছে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ১। রোড কাটিং ও Term Contractor (TC) সম্প্রদার সমাধান করার জন্য অঞ্চল পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহ প্রকৌশলী ও প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা ও আঞ্চলিক নির্বাহ কর্মকর্তা (সকল) ২। আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ট্রিপিক্যাল হোমস এর বাকী জায়গায় উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। ট্রিপিক্যাল হোমস এর জায়গা কি করা হবে এ বিষয়ে সম্মানিত কাউন্সিলরদের সময়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। ৪। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা রাস্তার নামকরণ সংক্রান্ত নথির কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৫। প্রকল্পের আওতায় চলমান রাস্তা উন্নয়নসহ ডেন সংক্রান্ত কার্যক্রমে বর্তমানে ঠিকাদারগণ নিয়মান্বেচ ইট ব্যবহার করছে কিনা বিষয়টি প্রধান প্রকৌশলী তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। 	

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		<p>অর্থচ ব্রীজটি উদ্বোধনের সময় সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর'কে জানানো হয়নি, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাও এ সম্পর্কে কিছু জানেন না। এমনকি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাও জানেন না কবে ব্রীজটি উদ্বোধন করা হলো। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাস্তার নামকরণ কার্যক্রম হচ্ছে না। তিনি পরবর্তী কর্পোরেশন সভায় রাস্তার নামকরণ সংক্রান্ত এজেন্ট উত্থাপনের অনুরোধ জানান। তিনি Term Contractor (TC) সম্পর্কে বলেন যে, Term Contractor (TC) দিয়ে কোন সংস্কার কাজ করানো সম্ভব হচ্ছে না। TC এর মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ করার কথা রয়েছে। অর্থচ TC এর মাধ্যমে তেমন কোন কাজ হচ্ছে না। জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাউন্সিলরগণ কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারছেন না। তিনি রাস্তা-খাট উন্নয়ন ও সংস্কার কাজে কাউন্সিলরবৃন্দের সাথে সমর্থ করে কাজ করার অনুরোধ জানান।</p> <p>প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, একাধিকবার সময় দেয়ার পরও প্রধান প্রকৌশলী রোড কাটিং ও Term Contractor (TC) সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছেন বিধায় রোড কাটিং ও Term Contractor (TC) সমস্যার সমাধান করতে অঞ্চল পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সমবয়ে কমিটি গঠন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৩৩ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব তারেকুজামান রাজিব বলেন, উন্নয়ন কাজের ঠিকাদারগণ কাজ পেলে তা কিভাবে করবেন সে সম্পর্কে কাউন্সিলরবৃন্দের সাথে কোন আলোচনা করেন না। তিনি উন্নয়ন কাজে কাউন্সিলরদের সম্পৃক্ত করার বিষয়ে ৩২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব হাবিবুর রহমান এর বক্তব্যের সাথে একমত পোষন করেন।</p> <p>ওয়ার্ড ১১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব দেওয়ান আব্দুল মান্নান বলেন, প্রকল্পের আওতায় চলমান রাস্তা উন্ননসহ ডেন সংস্কার কার্যক্রমে বর্তমানে ঠিকাদারগণ ৩ নম্বর ইট ব্যবহার করছে। এতে ডিএনসিসি'র কাজের মান নিয়ে হচ্ছে এবং সুনাম ফুল হচ্ছে। তিনি ৩২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব হাবিবুর রহমান এর বক্তব্যের সাথে একমত পোষন করেন।</p> <p>সভাপতি, প্রকল্পের আওতায় চলমান রাস্তা উন্ননসহ ডেন সংস্কার কার্যক্রমে বর্তমানে ঠিকাদারগণ নিয়মান্঵ের ইট ব্যবহার করছে কিনা বিষয়টি প্রধান প্রকৌশলী'কে তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>		

৩.০ সভাপতি, মাননীয় প্র্যানেল মেয়র জনাব মোঃ ওসমান গণি তার সমাপনী বক্তব্যে ২০ তম কর্পোরেশন সভায় উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। তিনি ডিএনসিসি'র নগর ভবনে সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের বসার জায়গার অগ্রযাপ্তার বিষয়ে বলেন, শীঘ্ৰই সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের বসার জায়গা ব্যবস্থা করা হবে। ডিএনসিসি'র অকেজো, জরাজীর্ণ ও মেরামত বিবেচনায় অলাভজনক ঘান্যত্বপূর্ণ নিলামে বিক্রয়ের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি ডিএনসিসি'র পঞ্চবার্ষিকী কর পুনঃমূল্যায়ন ও সংস্কার কার্যক্রমের এবং ডিএনসিসি'র উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ'কে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। একই সাথে কাজের পুনর্গম মান নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ডিএনসিসি'র বর্তমান মামলা সংখ্যা প্রায় ১০০০, মাঘলা পরিচালনার জন্য থ্রিতি বছর পুচুর ঢাকা ব্যয় বরাদ্দ করতে হচ্ছে। সম্মানিত কাউন্সিলরগণ সচেষ্ট থাকলে ডিএনসিসি মামলার সংখ্যা আগামীতে কমবে বলে তিনি আগ্রাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি ডিএনসিসি'র উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের অংশীদারিত্বের প্রসংশা করেন এবং আগামীতে আরও জোরদার ভূমিকা অবাহত রাখার আহ্বান জানান।

৪.০ আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৮/১১/২০১৭ খ্রি
(মোঃ ওসমান গণি)
মাননীয় প্র্যানেল মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি
কর্পোরেশন সভা।

স্মারক নং-৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.০০৮.১৫. ১২৮৮

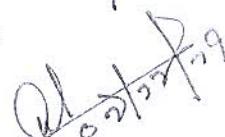
অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

- ১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

তারিখঃ ১২/১১/২০১৭ খ্রি

অবগতি ও থায়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ১) সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং/সংরক্ষিত আসন নং।
- ২) বিভাগীয় প্রধান (সকল) , ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- ৩) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল , ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- ৪) সিস্টেমস এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৫) হেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- ৬) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- ৭) সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- ৮) অফিস কপি।


(দুলাল কৃষ্ণ সাহা)
সচিব (যুগ্ম-সচিব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।